চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীনারদ মুনির আবির্ভাব

শ্লোক ১

ব্যাস উবাচ

ইতি ব্রুবাণং সংস্তূয় মুনীনাং দীর্ঘসত্রিণাম্।
বৃদ্ধঃ কুলপতিঃ সূতং বহ্বৃচঃ শৌনকোঽব্রবীৎ ॥ ১ ॥

শব্দার্থ

ব্যাসঃ—শ্রীল ব্যাসদেব; **উবাচ**—বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **ব্রুবাণম্**—বলে; **সংস্তূয়**—অভিনন্দন জানিয়ে; **মুনীনাম্**—মুনিদের; **দীর্ঘ**—দীর্ঘকালব্যাপী; **সত্রিণাম্**—যাঁরা যজ্ঞ-অনুষ্ঠানে রত ছিলেন; **বৃদ্ধঃ**—প্রবীণ; **কুল-পতিঃ**—সভার প্রধান; **সূতম্**—শ্রীল সূত গোস্বামীকে; **বহু-ঋচঃ**—বিদ্বান; **শৌনকঃ**—শৌনক নামক; **অব্রবীৎ**—বললেন।

অনুবাদ

সূত গোস্বামীকে এইভাবে বলতে শুনে সেই দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞ অনুষ্ঠানে রত সমস্ত ঋষিদের মধ্যে সব চাইতে প্রবীণ এবং বিদ্বান শৌনক মুনি তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন।

তাৎপর্য

বিদ্বানদের সভায় যখন বক্তাকে অভিনন্দন জানানো হয়, তখন সভায় যিনি নেতৃস্থানীয় এবং বয়ঃপ্রবীণ, তিনি তাঁকে অভিনন্দন জানান। তাঁকে অবশ্যই মহান্ পণ্ডিতও হতে হয়। শ্রীশৌনক ঋষি সেই সমস্ত গুণে গুণান্বিত ছিলেন এবং শ্রীল সূত গোস্বামী যখন শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছ থেকে প্রাপ্ত *শ্রীমদ্ভাগবত* যথাযথভাবে প্রদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন শ্রীশৌনক ঋষি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। ব্যক্তিগত উপলব্ধির অর্থ এই নয় যে,পূর্বতন আচার্যদের মর্যাদা লঙ্ঘন করার চেষ্টা করে গর্বোদ্ধতভাবে নিজের বিদ্যা জাহির করা। বক্তাকে অবশ্যই পূর্ণভাবে পূর্বতন আচার্যদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হতে হবে এবং সেই বিষয়ে তাঁকে এত ভালভাবে অবগত হতে হবে, যাতে তিনি বিশেষ বিশেষ অবস্থা অনুসারে তা

উপস্থাপন করতে পারেন। সেই বিষয়ের মূল উদ্দেশ্য অবশ্যই অব্যাহত থাকে। তার কোন রকম অসৎ অর্থ করা কখনই উচিত নয়, তথাপি শ্রোতাদের বোধগম্য করার জন্য তা সহজ এবং উৎসাহব্যঞ্জকভাবে উপস্থাপন করা উচিত। তাকেই বলা হয় উপলব্ধ জ্ঞান। সেই সভার প্রধান শ্রীশৌনক ঋষি, বক্তা শ্রীল সূত গোস্বামীর মর্যাদা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁর মুখ থেকে 'যথাধীতম্' এবং 'যথামতি' শব্দ দুটি শ্রবণ করে তাঁর বক্তব্যের গভীরতা সম্বন্ধে অনুমান করতে পেরেছিলেন এবং তার ফলে অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে তিনি তাঁকে অভিনন্দন জানাতে চেয়েছিলেন। যে সমস্ত মানুষ পূর্বতন আচার্যদের প্রতিনিধিত্ব করে না, পণ্ডিতদের পক্ষে কখনই তাদের কথা শোনা উচিত নয়। এই সভায়, সেখানে দ্বিতীয়বার *শ্রীমদ্ভাগবত* আলোচনা হচ্ছিল, শ্রোতা এবং বক্তা উভয়েই ছিলেন আদর্শবাদী। সেটিই ভাগবত-পাঠের মান হওয়া উচিত, যাতে যথার্থ উদ্দেশ্য অনায়াসে সাধিত হতে পারে। সেই পরিবেশ যদি সৃষ্টি না করা হয়, তা হলে শ্রোতা এবং বক্তা উভয়ের ক্ষেত্রেই ভাগবত পাঠ কেবল অর্থহীন পরিশ্রম ছাড়া আর কিছু নয়।

শ্লোক ২

শৌনক উবাচ

সূত সূত মহাভাগ বদ নো বদতাং বর।
কথাং ভাগবতীং পুণ্যাং যদাহ ভগবাঞ্ছুকঃ ॥ ২ ॥

শৌনকঃ—শৌনক ঋষি; **উবাচ**—বললেন; **সূত সূত**—হে সূত গোস্বামী; **মহাভাগ**—মহা ভাগ্যবান; **বদ**—দয়া করে বলুন; **নঃ**—আমাদের; **বদতাম্**—যাঁরা বলতে পারেন; **বর**—শ্রদ্ধার্হ; **কথাম্**—বাণী; **ভাগবতীম্**—শ্রীমদ্ভাগবতের; **পুণ্যাম্**—পুণ্য; **যৎ**—যা; **আহ**—বললেন; **ভগবান**—অত্যন্ত বীর্যবান; **শুকঃ**—শ্রীশুকদেব গোস্বামী।

অনুবাদ

শৌনক ঋষি বললেন ঃ হে সূত গোস্বামী, যাঁরা আবৃত্তি করতে পারেন এবং বলতে পারেন, তাঁদের মধ্যে আপনিই হচ্ছেন সব চাইতে ভাগ্যবান এবং শ্রদ্ধার্হ। আপনি দয়া করে শ্রীমদ্ভাগবতের পবিত্র বাণী বর্ণনা করুন, যা মহান্ শক্তিশালী মহর্ষি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী কর্তৃক পূর্বে বর্ণিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

এখানে শৌনক ঋষি শ্রীল সূত গোস্বামীকে দু'বার তাঁর নাম ধরে সম্বোধন করেছিলেন, কেন না তিনি এবং সেই সভার সমস্ত সদস্যরা শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মুখ-নিঃসৃত *শ্রীমদ্ভাগবত* শোনবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন এবং তাই তিনি

অত্যন্ত গভীরভাবে আনন্দিত হয়েছিলেন। কোন মূর্খ লোকের কাছ থেকে তার নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মনগড়া কতকগুলি ব্যাখ্যা শুনতে তাঁরা উৎসাহী ছিলেন না। সাধারণত তথাকথিত সমস্ত ভাগবত পাঠকেরা হয় জীবিকা-নির্বাহের জন্য ভাগবত পাঠ করে, নয়ত তারা হচ্ছে তথাকথিত মায়াবাদী পণ্ডিত, যারা পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলায় প্রবেশ করতে পারে না। এই ধরনের মায়াবাদীরা তাদের নির্বিশেষ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে ভাগবতের কদর্থ করে। আর পেশাদারি ভাগবত পাঠকেরা সরাসরিভাবে *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে প্রবেশ করে পরমেশ্বর ভগবানের গুহ্যতম লীলার ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই দু'রকম পাঠকেরাই *ভাগবত* পাঠের অযোগ্য। যাঁরা শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রদত্ত ব্যাখ্যার আলোকে *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী প্রচার করতে প্রস্তুত এবং যাঁরা শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখ থেকে এবং তাঁর প্রতিনিধির শ্রীমুখ থেকে *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করতে প্রস্তুত, তাঁরাই কেবল *শ্রীমদ্ভাগবতের* অপ্রাকৃত মহিমা আলোচনা করার উপযুক্ত।

শ্লোক ৩

কস্মিন্ যুগে প্রবৃত্তেয়ং স্থানে বা কেন হেতুনা।
কুতঃ সঞ্চোদিতঃ কৃষ্ণঃ কৃতবান্ সংহিতাং মুনিঃ ॥ ৩ ॥

কস্মিন্—কোন্; **যুগে**—যুগে; **প্রবৃত্তা**—শুরু হয়েছিল; **ইয়ম্**—এই; **স্থানে**—স্থানে; **বা**—অথবা; **কেন**—কোন্; **হেতুনা**—কারণের দ্বারা; **কুতঃ**—কোথা থেকে; **সঞ্চোদিতঃ**—অনুপ্রাণিত হয়ে; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস; **কৃতবান্**—সংকলন করেছিলেন; **সংহিতাম্**—বৈদিক শাস্ত্র; **মুনিঃ** —তত্ত্বজ্ঞানী।

অনুবাদ

কোন্ সময়ে এবং কোন্ স্থানে তা প্রথম শুরু হয়েছিল, আর কেনই বা তা গ্রহণ করা হয়েছিল? মহামুনি শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস কোথা থেকে এই শাস্ত্র প্রণয়ন করার অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন?

তাৎপর্য

যেহেতু *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে শ্রীল ব্যাসদেবের বিশেষ দান, তাই মহাজ্ঞানী শ্রীশৌনক ঋষি যে সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন। তাঁরা জানতেন যে অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন স্ত্রী, শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধুদের বোধগম্য করার জন্য শ্রীল ব্যাসদেব ইতিমধ্যেই বৈদিক শাস্ত্রকে মহাভারত পর্যন্ত বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন। *শ্রীমদ্ভাগবত* সে সবের অতীত, কেন না কোন রকম জড় বিষয়ের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। তাই এই প্রশ্নগুলি ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন এবং প্রাসঙ্গিক।

শ্লোক ৪

তস্য পুত্রো মহাযোগী সমদৃঙ্ নির্বিকল্পকঃ।
একান্তমতিরুন্নিদ্রো গূঢ়ো মূঢ় ইবেয়তে ॥ ৪ ॥

তস্য—তাঁর; **পুত্রঃ**—পুত্র; **মহা-যোগী**—মহান্ ভক্ত; **সমদৃক্**—সমদ্রষ্টা; **নির্বিকল্পকঃ**—পরম অদ্বৈতবাদী; **একান্ত-মতিঃ**—একাগ্র-চিত্ত; **উন্নিদ্রঃ**—যিনি অজ্ঞানের অন্ধকার অতিক্রম করেছেন; **গূঢ়ঃ**—অপ্রকাশিত; **মূঢ়ঃ**—মূঢ়; **ইব**—এইরূপ; **ইয়তে**—প্রতিভাত হয়।

অনুবাদ

তাঁর (ব্যাসদেবের) পুত্র ছিলেন এক মহান্ ভক্ত, এক অদ্বিতীয় তত্ত্বজ্ঞানী, এবং তাঁর চিত্ত ছিল সর্বদাই পরমার্থ সাধনে একাগ্র। তিনি সব রকম জড়-জাগতিক কার্যকলাপের উর্ধ্বে ছিলেন এবং যদিও তিনি জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে দেখে একজন মূঢ় লোক বলে মনে হত।

তাৎপর্য

শ্রীল শুকদেবগোস্বামী ছিলেন মুক্ত পুরুষ, এবং তাই তিনি সর্বদাই সচেতন থাকতেন, যাতে মায়ার দ্বারা তিনি আবদ্ধ না হয়ে পড়েন। *ভগবদ্গীতায়* এইভাবে সতর্ক থাকার কথা অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মুক্ত জীব এবং বদ্ধ জীবের কার্যকলাপ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। মুক্ত জীবেরা সর্বদাই পারমার্থিক উদ্দেশ্য সাধনের প্রগতিশীল পথে যুক্ত থাকেন, যা জীবেদের কাছে স্বপ্নের মতো অলীক বলে প্রতিভাত হয়। বদ্ধ জীবেরা মুক্ত জীবদের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের কথা কল্পনাও করতে পারে না। বদ্ধ জীবেরা যখন পারমার্থিক কার্যকলাপের স্বপ্ন দেখে, মুক্ত জীবেরা তখন পূর্ণরূপে জাগরিত। তেমনই মুক্ত জীবদের কাছে বদ্ধ জীবনের কার্যকলাপ স্বপ্নের মত। বদ্ধ জীব এবং মুক্ত জীবদের আপাতদৃষ্টিতে একই স্তরে অধিষ্ঠিত বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের কার্যকলাপ ভিন্ন। বদ্ধ জীবেদের চিত্তবৃত্তি সর্বদা ইন্দ্রিয়-সুখভোগের চিন্তায় মগ্ন, পক্ষান্তরে মুক্ত জীবেরা সর্বদাই পরমার্থ সাধনে তৎপর। বদ্ধ জীবেরা সর্বদাই জড় বিষয়ে আসক্ত, আর মুক্ত জীব জড় বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণভাবে উদাসীন। এই পার্থক্য পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ৫

দৃষ্টানুয়ান্তমৃষিমাত্মজমপ্যনগ্নং
দেব্যো হ্রিয়া পরিদধুর্ন সুতস্য চিত্রম্।

তদ্বীক্ষ্য পৃচ্ছতি মুনৌ জগদুস্তবাস্তি
স্ত্রীপুম্ভিদা ন তু সুতস্য বিবিক্তদৃষ্টেঃ ॥ ৫ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **অনুয়ান্তম্**—অনুসরণ করে; **ঋষিম্**—ঋষি; **আত্মজম্**—তাঁর পুত্র; **অপি**—তা সত্ত্বেও; **অনগ্নম্**—নগ্ন নয়; **দেব্যঃ**—সুন্দরী মহিলারা; **হ্রিয়া**—লজ্জাবশত; **পরিদধুঃ**—বস্ত্র পরিধান করেছিলেন; **ন**—না; **সুতস্য**—পুত্রের; **চিত্রম্**—বিস্মিত হয়ে; **তৎ-বীক্ষ্য**—তা দেখে; **পৃচ্ছতি**—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **মুনৌ**—মহামুনি ব্যাসদেবকে; **জগদুঃ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **তব**—আপনার; **অস্তি**—রয়েছে; **স্ত্রী-পুম্**—স্ত্রী এবং পুরুষ; **ভিদা**—পার্থক্য; **ন**—না; **তু**—কিন্তু; **সুতস্য**—পুত্রের; **বিবিক্ত**—পবিত্র; **দৃষ্টেঃ**—দৃষ্টিসম্পন্ন।

অনুবাদ

শ্রীল ব্যাসদেব যখন তাঁর পুত্রকে অনুসরণ করছিলেন, তখন নগ্ন অবস্থায় স্নানরতা সুন্দরী যুবতীরা, যাঁরা ব্যাসদেবের নগ্ন যুবক-পুত্রকে দেখে কোন রকম লজ্জা অনুভব করেননি, তাঁরা অনগ্ন ব্যাসদেবকে দেখে লজ্জাবশত তাঁদের বস্ত্র পরিধান করেছিলেন। সেই সম্বন্ধে ব্যাসদেব যখন তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন সেই যুবতীরা উত্তর দিয়েছিলেন যে, তাঁর পুত্রের পবিত্র দৃষ্টিতে স্ত্রী এবং পুরুষে কোন ভেদ ছিল না, কিন্তু মহর্ষির দৃষ্টিতে সেই ভেদ ছিল।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৫/১৮) বলা হয়েছে যে, তত্ত্বজ্ঞানী ঋষি তাঁর আধ্যাত্মিক দর্শনে বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, কুকুর, গাভী এবং হস্তী—এদের সকলকেই সমদৃষ্টিতে দর্শন করেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সেই স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাই তাঁর দৃষ্টিতে স্ত্রী অথবা পুরুষ ভেদ ছিল না। তিনি বিভিন্ন পোশাকে সমস্ত জীবাত্মাদের দর্শন করতেন। সরোবরে স্নানরতা দেবাঙ্গনারা মানুষের আচরণ দেখে তাদের মনোভাব বুঝতে পারতেন, ঠিক যেমন একটি শিশুকে দেখে বোঝা যায় সে কত সরল। শুকদেব গোস্বামী ছিলেন ষোল বছর বয়স্ক বালক, তাই তাঁর দেহের প্রতিটি অঙ্গ সুগঠিত ছিল। তিনি নগ্ন ছিলেন এবং দেবাঙ্গনারাও নগ্ন ছিলেন। কিন্তু যেহেতু শুকদেব গোস্বামীর চিত্তে কামভাবের লেশমাত্রও ছিল না, তাই তাঁর আচরণ ছিল অত্যন্ত সরল। সেই দেবাঙ্গনারা তাঁদের বিশেষ যোগ্যতার দ্বারা তা বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাই তাঁরা তাঁকে দেখে বিচলিত হননি। কিন্তু শুকদেব গোস্বামীর পিতা ব্যাসদেবকে দেখে তাঁরা লজ্জাবশত বস্ত্র পরিধান করেছিলেন। সেই মহিলারা ছিলেন তাঁর কন্যা বা পৌত্রীর মতো, কিন্তু তবুও ব্যাসদেবকে দেখে তাঁরা সামাজিক রীতি অনুসারে আচরণ করেছিলেন। কেন না শ্রীল ব্যাসদেব গৃহস্থ আশ্রমে অধিষ্ঠিত থাকার লীলাবিলাস করেছিলেন। গৃহস্থকে স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ

করতে হয়, তা না হলে তিনি গৃহস্থ হতে পারেন না। তাই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে স্ত্রী এবং পুরুষের ভেদ দর্শন না করে সব রকম আসক্তি রহিত হয়ে আত্মাকে জানার প্রচেষ্টা করা। যতক্ষণ পর্যন্ত এই ভেদজ্ঞান থাকে, ততক্ষণ শুকদেব গোস্বামীর মতো সন্ন্যাসী হওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। অন্তত তত্ত্বগতভাবে সচেতন হওয়া উচিত যে, জীব স্ত্রী অথবা পুরুষ কোনটিই নয়। প্রকৃতির দেওয়া বাইরের পোশাকরূপী জড় দেহটি স্ত্রী বা পুরুষ রূপ ধারণ করে যৌন-আবেদন দ্বারা পরস্পরকে আকৃষ্ট করে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। মুক্ত পুরুষ এই ধরনের বিকৃত ভেদজ্ঞানের অতীত। তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন। তাঁর দৃষ্টিতে কোনও ভেদজ্ঞান নেই। এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টির পূর্ণতা লাভ হয় মুক্ত অবস্থায় এবং শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সেই স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রীল ব্যাসদেবও চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি গৃহস্থ জীবন-যাপন করছিলেন, তাই প্রচলিত রীতি অনুসারে সন্ন্যাসীর মতো আচরণ করেননি।

শ্লোক ৬

কথমালক্ষিতঃ পৌরৈঃ সম্প্রাপ্তঃ কুরুজাঙ্গলান্ ।
উন্মত্তমূকজড়বদ্বিচরন্ গজসাহ্বয়ে ॥ ৬ ॥

কথম্—কিভাবে; **আলক্ষিতঃ**—চিনতে পেরে; **পৌরৈঃ**—পুরবাসীদের দ্বারা; **সম্প্রাপ্তঃ**—পৌঁছানোর পর; **কুরু-জাঙ্গলান্**—কুরু-জাঙ্গল প্রদেশে; **উন্মত্ত**—উন্মাদ; **মূক**—মূক; **জড়বৎ**—জড়ের মতো; **বিচরন্**—বিচরণ করতে করতে; **গজ-সাহ্বয়ে**—হস্তিনাপুরে।

অনুবাদ

কুরু এবং জাঙ্গল প্রদেশে উন্মাদ, মূক এবং জড়ের মতো বিচরণ করে তিনি যখন হস্তিনাপুর (আধুনিক দিল্লী) নগরে প্রবেশ করলেন, তখন পুরবাসীরা ব্যাসদেব-তনয় শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে কিভাবে চিনতে পারলেন?

তাৎপর্য

আধুনিক দিল্লী নগরী পূর্বে হস্তিনাপুর নামে পরিচিত ছিল, কেন না মহারাজ হস্তি সেই নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শুকদেব গোস্বামী তাঁর পিত্রালয় পরিত্যাগ করার পর উন্মাদের মতো ইতস্তত বিচরণ করেছিলেন, এবং তাই পুরবাসীদের পক্ষে তাঁর অতি উন্নত অবস্থার কথা বুঝতে পারা অত্যন্ত কঠিন ছিল। চোখ দিয়ে দেখে সাধুকে চেনা যায় না, তাঁকে চিনতে হয় তাঁর মুখ-নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করে। তাই চোখ দিয়ে দর্শন করার জন্য কোন সাধু বা মহাত্মার কাছে যাওয়া উচিত নয়, তাঁর কাছে যাওয়া উচিত তাঁর মুখের কথা শোনার জন্য। কেউ যদি সাধুর উপদেশ শুনতে প্রস্তুত না থাকে, তা

হলে কেবল সাধুকে দর্শন করে কোনও লাভ হয় না। শুকদেব গোস্বামী ছিলেন পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী বর্ণনে সক্ষম সাধু। তিনি জনসাধারণের মনোরঞ্জনের কোন রকম প্রয়াস করেননি। তাঁকে চেনা গিয়েছিল যখন তিনি *শ্রীমদ্ভাগবতের* কীর্তন করতে শুরু করেন। তিনি যাদুকরের ভেল্কিবাজি দেখাবার প্রচেষ্টা করেন নি। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাঁকে দেখে মনে হয়েছিল যেন জড়, মূক এক উন্মাদ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মহাত্মা।

শ্লোক ৭

কথং বা পাণ্ডবেয়স্য রাজর্ষের্মুনিনা সহ।
সংবাদঃ সমভূত্তাত যত্রৈষা সাত্বতী শ্রুতিঃ ॥ ৭ ॥

কথম্—কিভাবে; **বা**—ও; **পাণ্ডবেয়স্য**—পাণ্ডবদের বংশধর (পরীক্ষিৎ); **রাজর্ষেঃ**—যে রাজা ছিলেন ঋষি; **মুনিনা**—মুনিদের; **সহ**—সঙ্গে; **সংবাদঃ**—আলোচনা; **সমভূৎ**—হয়েছিল; **তাত**—হে প্রিয়; **যত্র**—যেখানে; **এষা**—এইভাবে; **সাত্বতী**—চিন্ময়; **শ্রুতিঃ**—বেদের নির্যাস।

অনুবাদ

কিভাবে মহারাজ পরীক্ষিতের সঙ্গে এই মহর্ষির সাক্ষাৎ হল, যার ফলে সমস্ত বেদের অপ্রাকৃত নির্যাস (শ্রীমদ্ভাগবত) তাঁর কাছে কীর্তিত হয়েছিল?

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতকে এখানে সমস্ত বেদের নির্যাস বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবত* কোন মনগড়া অলীক কল্পনা নয়, যা কখনও কখনও অল্পজ্ঞ মানুষেরা মনে করে থাকে। তাকে বলা হয় শুক-সংহিতা, অথবা মহর্ষি শুকদেব গোস্বামীর মুখ-নিঃসৃত বৈদিক মন্ত্র।

শ্লোক ৮

স গোদোহনমাত্রং হি গৃহেষু গৃহমেধিনাম্।
অবেক্ষতে মহাভাগস্তীর্থীকুর্বংস্তদাশ্রমম্ ॥ ৮ ॥

সঃ—তিনি (শুকদেব গোস্বামী); **গো-দোহন-মাত্রম্**—গোদোহনকাল পর্যন্ত; **হি**—অবশ্যই; **গৃহেষু**—গৃহে; **গৃহ-মেধিনাম্**—গৃহমেধিদের; **অবেক্ষতে**—অপেক্ষা করতেন; **মহা-ভাগঃ**—অত্যন্ত ভাগ্যবান; **তীর্থী**—তীর্থ; **কুর্বন্**—রূপান্তরিত করতেন; **তৎ আশ্রমম্**—সেই গৃহ।

অনুবাদ

তিনি (শুকদেব গোস্বামী) গোদোহনকাল পর্যন্ত গৃহমেধিদের দুয়ারে অবস্থান করতেন, এবং তিনি তা করতেন কেবল তাদের গৃহকে পবিত্র করার জন্য।

তাৎপর্য

শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে *শ্রীমদ্ভাগবতের* তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে শুনিয়েছিলেন। তিনি কোন গৃহস্থের গৃহে আধ ঘন্টার বেশি (গোদোহন করার জন্য যতটুকু সময় লাগে) অবস্থান করতেন না, এবং তিনি ভাগ্যবান গৃহস্থদের কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করতেন। তা তিনি করতেন তাঁর পবিত্র উপস্থিতির দ্বারা তাদের গৃহকে পবিত্র করার জন্য। তাই শুকদেব গোস্বামী হচ্ছেন অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত আদর্শ প্রচারক। যাঁরা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেছেন এবং ভগবানের বাণী প্রচার করার ব্রত গ্রহণ করেছেন, শুকদেব গোস্বামীর আচরণ থেকে তাঁদের এই শিক্ষা লাভ করা উচিত যে, দিব্য জ্ঞান দান করা ছাড়া গৃহস্থদের গৃহে তাঁদের করণীয় আর কিছু নেই। তাদের গৃহকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যেই কেবল গৃহস্থদের কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। যাঁরা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেছেন তাঁদের কখনই গৃহস্থদের জাগতিক ঐশ্বর্যের চাকচিক্য দর্শন করে মোহিত হওয়া উচিত নয় এবং এইভাবে বিষয়ীদের অনুগত হয়ে পড়া উচিত নয়। যিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেছেন তাঁর পক্ষে তা বিষপান করা অথবা আত্মহত্যা করার সমতুল্য।

শ্লোক ৯

অভিমন্যুসুতং সূত প্রাহুর্ভাগবতোত্তমম্।
তস্য জন্ম মহাশ্চর্যং কর্মাণি চ গৃণীহি নঃ ॥ ৯ ॥

অভিমন্যু-সুতম্—অভিমন্যুর পুত্র; **সূত**—হে সূত; **প্রাহুঃ**—কথিত আছে; **ভাগবত-উত্তমম্**—পরমেশ্বর ভগবানের উত্তম ভক্ত; **তস্য**—তাঁর; **জন্ম**—জন্ম; **মহাশ্চর্যম্**—অত্যন্ত আশ্চর্যজনক; **কর্মাণি**—কার্যকলাপ; **চ**—এবং; **গৃণীহি**—দয়া করে বলুন; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

কথিত আছে যে, অভিমন্যু-পুত্র মহারাজ পরীক্ষিৎ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের এক মহান্ ভক্ত এবং তাঁর জন্ম এবং কার্যকলাপ অত্যন্ত অদ্ভুত। দয়া করে আপনি আমাদের তাঁর কথা বলুন।

তাৎপর্য

পরীক্ষিৎ মহারাজের জন্ম অত্যন্ত আশ্চর্যজনক, কেন না তিনি যখন তাঁর মাতৃগর্ভে ছিলেন তখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। তাঁর কার্যকলাপও অত্যন্ত অদ্ভুত, কেন না গাভী হত্যা করতে উদ্যত কলিকে তিনি দণ্ডদান করেছিলেন। গো-হত্যা করা হলে মানব সমাজের সর্বনাশ হয়। গাভী-হত্যা করতে উদ্যত পাপের প্রতিনিধির হাত থেকে তিনি গাভীকে রক্ষা করেছিলেন। তাঁর দেহত্যাগও অত্যন্ত অদ্ভুত, কেন না তিনি পূর্বেই তাঁর দেহত্যাগের সময়ের কথা জানতে পেরেছিলেন, যা যে কোন মরণশীল মানুষদের পক্ষে অত্যন্ত অদ্ভুত, এবং তাই তিনি গঙ্গার তীরে প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী শ্রবণ করতে করতে দেহত্যাগের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। সেই সাতদিন তিনি সর্বক্ষণ *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করেছিলেন। তিনি কোন কিছু আহার করেননি অথবা পান করেননি এবং এক মুহূর্তও ঘুমোননি। তাই তাঁর সব কিছুই ছিল অত্যন্ত অদ্ভুত এবং তাঁর কার্যকলাপ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করার যোগ্য। এখানে তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে শ্রবণ করার বাসনা পোষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ১০

স সম্রাট্ কস্য বা হেতোঃ পাণ্ডূনাং মানবর্ধনঃ।
প্রায়োপবিষ্টো গঙ্গায়ামনাদৃত্যাধিরাট্শ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥

সঃ—তিনি; **সম্রাট্**—সম্রাট; **কস্য**—কি জন্য; **বা**—অথবা; **হেতোঃ**—কারণে; **পাণ্ডূনাম্**—পাণ্ডু-পুত্রদের; **মান-বর্ধনঃ**—বংশের মান বর্ধনকারী; **প্রায়-উপবিষ্টঃ**—অনশন করতে বসে; **গঙ্গায়াম্**—গঙ্গার তীরে; **অনাদৃত্য**—অবহেলা করে; **অধিরাট্**—অধিকৃত রাজ্য; **শ্রিয়ম্**—ঐশ্বর্য।

অনুবাদ

তিনি ছিলেন এক মহান্ সম্রাট এবং তাঁর রাজ্যের সমস্ত ঐশ্বর্যের তিনি ছিলেন অধীশ্বর। তিনি এতই মহিমান্বিত ছিলেন যে, তিনি পাণ্ডু-বংশের মান বর্ধন করেছিলেন। তিনি কেন সব কিছু পরিত্যাগ করে গঙ্গার তীরে উপবিষ্ট হয়ে অনশনরত অবস্থায় মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন?

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর এবং তাঁকে তাঁর নিজের প্রচেষ্টার দ্বারা এই বিশাল সাম্রাজ্য লাভ করতে হয়নি। তিনি তাঁর পিতামহ মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং তাঁর ভাইদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে তা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আর তা

ছাড়া তাঁর পূর্বপুরুষদের সুযোগ্য বংশধররূপে তিনি অত্যন্ত যোগ্যতা সহকারে রাজ্যশাসন করেছিলেন। তাঁর ঐশ্বর্য এবং তাঁর রাজ্য পরিচালনায় কোন রকম অবাঞ্ছিত কিছু ছিল না; তা হলে কেন তিনি সেই সুখের জীবন পরিত্যাগ করে গঙ্গার তীরে উপবিষ্ট হয়ে অনশন করে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন? তা ছিল অত্যন্ত আশ্চর্যজনক এবং তাই সকলেই সেই কারণ জানবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন।

শ্লোক ১১

নমন্তি যৎপাদনিকেতমাত্মনঃ শিবায় হানীয় ধনানি শত্রবঃ।
কথং স বীরঃশ্রিয়মঙ্গ দুস্ত্যজাং যুবৈষতোৎস্রষ্টুমহো সহাসুভিঃ॥ ১১॥

নমন্তি—নমস্কার করে; **যৎ-পাদ**—যাঁর শ্রীপাদপদ্ম; **নিকেতম্**—নিম্নে; **আত্মনঃ**—স্বীয়; **শিবায়**—মঙ্গল; **হানীয়**—নিয়ে আসত; **ধনানি**—ধনসম্পদ; **শত্রবঃ**—শত্রুরা; **কথম্**—কি কারণে; **সঃ**—তিনি; **বীরঃ**—বীর; **শ্রিয়ম্**—ঐশ্বর্য; **অঙ্গ**—হে; **দুস্ত্যজাম্**—দুস্তজ; **যুবা**—পূর্ণ যৌবন; **ঐষত**—আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন; **উৎস্রষ্টুম্**—ত্যাগ করতে; **অহো**—বিস্ময়সূচক; **সহ**—সঙ্গে; **অসুভিঃ**—জীবন।

অনুবাদ

তিনি ছিলেন এতই মহান্ এক সম্রাট যে, তাঁর সমস্ত শত্রুরা তাঁর পদতলে প্রণতি নিবেদন করে তাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য তাদের সমস্ত ঐশ্বর্য সমর্পণ করত। তিনি ছিলেন পূর্ণ যৌবনসম্পন্ন মহাবীর এবং তিনি ছিলেন অসীম রাজকীয় ঐশ্বর্যের অধীশ্বর। তিনি কেন সব কিছু, এমন কি তাঁর জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করতে ইচ্ছা করেছিলেন?

তাৎপর্য

তাঁর জীবনে অবাঞ্ছিত কিছুই ছিল না। তিনি ছিলেন পূর্ণ যৌবনসম্পন্ন এবং তাঁর শক্তি এবং ঐশ্বর্য সহকারে তিনি তাঁর জীবন উপভোগ করতে পারতেন। সুতরাং কর্মমুখর জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করার কোন প্রশ্নই ছিল না। তাঁর রাজ্যের রাজস্ব আদায় করতে তাঁর কোন রকম অসুবিধা ছিল না, কেন না তিনি ছিলেন এতই শক্তিমান এবং বীর্যবান যে তাঁর শত্রুরা পর্যন্ত তাঁর পদতলে প্রণতি নিবেদন করে নিজেদের মঙ্গলের জন্য তাদের সমস্ত সম্পদ সমর্পণ করত। মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন এক পুণ্যবান রাজা। তিনি তাঁর শত্রুদের পরাভূত করেছিলেন এবং তাই তাঁর রাজ্য ছিল ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ। সেখানে অপর্যাপ্ত দুধ ছিল, শস্য ছিল, ধাতু ছিল এবং সমস্ত নদ-নদী এবং গিরিপর্বত ছিল মণিরত্নে পরিপূর্ণ। সুতরাং, জাগতিক দিক দিয়ে সব কিছুই ছিল সন্তুষ্টিজনক। তাই অসময়ে তাঁর রাজ্য ত্যাগ করার এবং জীবন ত্যাগ করার কোন প্রশ্নই ছিল না। ঋষিরা এই সমস্ত বিষয়ে শ্রবণ করতে অত্যন্ত আগ্রহী হয়েছিলেন।

শ্লোক ১২

শিবায় লোকস্য ভবায় ভূতয়ে য উত্তমশ্লোকপরায়ণা জনাঃ।
জীবন্তি নাত্মার্থমসৌ পরাশ্রয়ং মুমোচ নির্বিদ্য কুতঃ কলেবরম্ ॥ ১২ ॥

শিবায়—মঙ্গল; **লোকস্য**—জীবসমূহের; **ভবায়**—প্রগতির সাধনের জন্য; **ভূতয়ে**—অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য; **যে**—যিনি; **উত্তম-শ্লোক-পরায়ণাঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ; **জনাঃ**—মানুষের; **জীবন্তি**—জীবনধারণ করে; **ন**—কিন্তু না; **আত্ম-অর্থম্**—ব্যক্তিগত স্বার্থে; **অসৌ**—যা; **পরাশ্রয়ম্**—অপরের আশ্রয়; **মুমোচ**—পরিত্যাগ করে; **নির্বিদ্য**—সমস্ত আসক্তি থেকে মুক্ত; **কুতঃ**—কি কারণে; **কলেবরম্**—জড় দেহ।

অনুবাদ

যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ, তাঁরা কেবল অপরের মঙ্গল সাধন, উন্নতি সাধন এবং সুখ-প্রদানের জন্য জীবন ধারণ করেন। তাঁরা কোন রকম স্বার্থসিদ্ধির জন্য জীবন যাপন করেন না। তাই মহারাজ (পরীক্ষিৎ) যদিও সব রকম জড়-জাগতিক বিষয়াসক্তি থেকে মুক্ত ছিলেন, তবু কেন তিনি তাঁর দেহত্যাগ করলেন, যা ছিল অন্যদের আশ্রয়স্বরূপ?

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন একজন আদর্শ রাজা এবং গৃহস্থ কেন না তিনি ছিলেন পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত। ভগবদ্ভক্ত স্বাভাবিকভাবেই সর্বগুণে গুণান্বিত। আর মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন তার এক আদর্শ দৃষ্টান্ত। ব্যক্তিগতভাবে সব রকম জাগতিক ভোগৈশ্বর্যের প্রতি তাঁর কোন আসক্তি ছিল না। কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন একজন রাজা, তাই তিনি নিরন্তর জনসাধারণের মঙ্গল সাধনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি কেবল তাদের ঐহিক মঙ্গল সাধনই করেননি, তাদের পারত্রিক মঙ্গল সাধনও করেছিলেন। তাঁর রাজ্যে তিনি গো-হত্যা অনুমোদন করেননি। তিনি মূর্খের মতো এক শ্রেণীর জীবকে রক্ষা করে অন্য ধরনের জীবদের হত্যা করার নির্দেশ দিয়ে আংশিকভাবে রাজ্য পরিচালনা করেন নি। যেহেতু তিনি ছিলেন পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত, তাই তিনি যথাযথভাবে জানতেন কিভাবে সকলের মঙ্গল সাধন করা যায়। তিনি মানুষ, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, গাছ-পালা আদি সমস্ত জীবের মঙ্গল সাধনের জন্য রাজ্যশাসন করেছিলেন। তাঁর কোন রকম স্বার্থসিদ্ধির বাসনা ছিল না। স্বার্থ দু'রকমের আত্মকেন্দ্রিক এবং বিস্তৃত স্বার্থ। তাঁর কোনটাই ছিল না। তাঁর একমাত্র বাসনা ছিল পরম সত্য, পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তুষ্ট করা। রাজা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি, তাই রাজার উদ্দেশ্য পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যের সঙ্গে এক হওয়া উচিত। পরমেশ্বর ভগবান চান সমস্ত জীবই যেন তাঁর অনুগত হয় এবং তার

ফলে সুখী হয়। তাই রাজার রাজ্যশাসনের উদ্দেশ্য হচ্ছে তার সমস্ত প্রজাদের ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পরিচালিত করা। তাই প্রজাদের কার্যকলাপ এমনভাবে পরিচালিত করতে হয়, যাতে তারা তাদের জীবনের শেষে তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। আদর্শ রাজার রাজ্য সব রকমের ঐশ্বর্যে পূর্ণ। সে রাজ্যে মানুষদের পশুমাংস আহার করতে হয় না। তখন অপর্যাপ্ত শস্য, দুধ, ফল-মূল, শাক-সবজি উৎপন্ন হয়, যাতে মানুষ, পশু-পাখি ইত্যাদি সমস্ত প্রাণীরা পেট ভরে খেতে পারে। সমস্ত জীবই যদি আহার এবং বাসস্থানের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকে এবং বিধি-নিষেধগুলি পালন করে চলে, তা হলে এক জীবের সঙ্গে আরেক জীবের কোন রকম কলহ থাকতে পারে না। পরীক্ষিৎ মহারাজ ছিলেন একজন আদর্শ রাজা এবং তাই তাঁর রাজত্বকালে সকলেই খুব সুখী ছিল।

শ্লোক ১৩

তৎসর্বং নঃ সমাচক্ষ পৃষ্টো যদিহ কিঞ্চন।
মন্যে ত্বাং বিষয়ে বাচাং স্নাতমন্যত্র ছান্দসাৎ ॥ ১৩ ॥

তৎ—তা ; **সর্বম্**—সমস্ত ; **নঃ**—আমাদের ; **সমাচক্ষ**—স্পষ্টভাবে ; **পৃষ্টঃ**— জিজ্ঞাসা করেছিলেন ; **যৎ ইহ**—এখানে ; **কিঞ্চন**—সব কিছু ; **মন্যে**—আমরা মনে করি ; **ত্বাম্**—আপনি ; **বিষয়ে**—সমস্ত বিষয়ে ; **বাচাম্**—শব্দের অর্থ ; **স্নাতম্**— সম্পূর্ণরূপে পরিচিত ; **অন্যত্র**—ব্যতীত ; **ছান্দসাৎ**—বেদের অংশ।

অনুবাদ

আমরা জানি যে, বেদের কয়েকটি অংশ ব্যতীত সমস্ত বিষয়ের অর্থ সম্বন্ধে আপনি বিশেষভাবে পারদর্শী, এবং তাই আমরা আপনাকে যে প্রশ্নগুলি করেছি তার উত্তর আপনি স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেন।

তাৎপর্য

বেদ এবং পুরাণের পার্থক্য হচ্ছে ব্রাহ্মণ এবং পরিব্রাজকের পার্থক্যের মতো। ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্য হচ্ছে বেদে নির্দেশিত সকাম যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা। কিন্তু পরিব্রাজকাচার্য বা তত্ত্বজ্ঞানী প্রচারকদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সকলকে দিব্য জ্ঞান দান করা। অনেক সময় পরিব্রাজকাচার্যরা বৈদিক ক্রিয়াকলাপে পারদর্শী ব্রাহ্মণদের মতো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এবং ছন্দোবদ্ধভাবে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে পারদর্শী হন না। কিন্তু তবুও কখনই ব্রাহ্মণদের ভগবদ্বাণীর প্রচারকদের থেকে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন বলে মনে করা উচিত নয়। এদের উভয়েরই উদ্দেশ্য এক, কিন্তু ভিন্নভাবে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে। তাই বুঝতে হবে যে, তা একাধারে ভিন্ন এবং অভিন্ন।

বৈদিক মন্ত্র, পুরাণ ও ইতিহাসে যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তাদের মধ্যেও কোন পার্থক্য নেই। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে *মাধ্যন্দিন-শ্রুতিতে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র, যথা *সাম, অথর্ব, ঋক্, যজুঃ পুরাণ, ইতিহাস, উপনিষদ* ইত্যাদি পরমেশ্বর ভগবানের নিঃশ্বাস থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তাদের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে যে অধিকাংশ বৈদিক মন্ত্রই প্রণব ওঁকার দিয়ে শুরু হয়, এবং তা আবৃত্তি করতে ছন্দ এবং উচ্চারণের শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। তবে তার অর্থ এই নয় যে, *শ্রীমদ্ভাগবতের* গুরুত্ব বৈদিক মন্ত্র থেকে কম; পক্ষান্তরে *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে সমস্ত বেদের সুপক্ক ফল, যা পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা ছাড়া শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রমুখ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত পুরুষেরা আত্মজ্ঞান লাভ করা সত্ত্বেও *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠে ছিলেন মগ্ন। শ্রীল সূত গোস্বামী তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন, এবং তাই যদিও তিনি ছন্দোবদ্ধভাবে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে পারদর্শী ছিলেন না, তবুও তাঁর পদমর্যাদা কোনমতেই কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের পারদর্শিতা নির্ভর করে অভ্যাসের উপর, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধির বিষয়। তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করা তোতাপাখির মতো মন্ত্র উচ্চারণের থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

শ্লোক ১৪

সূত উবাচ

দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে তৃতীয়ে যুগপর্যয়ে।
জাতঃ পরাশরাদ্‌যোগী বাসব্যাং কলয়া হরেঃ ॥ ১৪ ॥

সূতঃ—সূত গোস্বামী; **উবাচ**—বললেন; **দ্বাপরে**—দ্বাপর যুগে; **সমনুপ্রাপ্তে**—আবির্ভাব হলে; **তৃতীয়ে**—তৃতীয়; **যুগ**—যুগ; **পর্যয়ে**—সেই স্থানে; **জাতঃ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **পরাশরাৎ**—পরাশর মুনি থেকে; **যোগী**—মহান্ ঋষি; **ব্যাসব্যাম্**—বসু-দুহিতার গর্ভে; **কলয়া**—অংশরূপে; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেনঃ ত্রেতা এবং দ্বাপরের যুগপর্যায়ে বসু-দুহিতা সত্যবতীর গর্ভে পরাশর মুনির পুত্ররূপে মহর্ষির (ব্যাসদেবের) জন্ম হয়।

তাৎপর্য

কালচক্রে সত্য, দ্বাপর, ত্রেতা এবং কলি—এই চারটি যুগের পুনঃপ্রকাশ হয়। কিন্তু কখনও কখনও যুগপর্যায় হয়। বৈবস্বত মনুর রাজত্বকালে অষ্টবিংশতি চতুর্যুগে যুগপর্যায় হয়, এবং দ্বাপরের পূর্বে ত্রেতাযুগের আবির্ভাব হয়। সেই বিশেষ চতুর্যুগে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয় এবং তার ফলে কতকগুলি পরিবর্তন হয়। মহর্ষি বেদব্যাসের মাতা ছিলেন বসু (ধীবর) কন্যা সত্যবতী, এবং তাঁর পিতা ছিলেন মহামুনি পরাশর।

যে শত্রুপক্ষের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, সেই কথা জানতে পেরে ক্রোধোদ্দীপ্ত হয়েছিল। তাই সে আদেশ দিয়েছিল নারদ মুনির মতো সাধুদের যেন তার পুত্রের বাসস্থানে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয়, কারণ তা হলে বৈষ্ণবের উপদেশে প্রহ্লাদ আরও খারাপ হয়ে যাবে।

শ্লোক ৭

সম্যঙ্নিধার্যতাং বালো গুরুগেহে দ্বিজাতিভিঃ ।
বিষ্ণুপক্ষৈঃ প্রতিচ্ছন্নৈর্ন ভিদ্যেতাস্য ধীর্যথা ॥ ৭ ॥

সম্যক্—সম্পূর্ণরূপে; **বিধার্যতাম্**—রক্ষা করা হোক; **বালঃ**—এই অল্পবয়স্ক বালকটিকে; **গুরুগেহে**—গুরুকুলে, যেখানে গুরুর কাছে শিক্ষা লাভ করার জন্য বালকদের প্রেরণ করা হয়; **দ্বি-জাতিভিঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **বিষ্ণু-পক্ষৈঃ**—যাঁরা বিষ্ণুপক্ষীয়; **প্রতিচ্ছন্নৈঃ**—ছদ্মবেশে; **ন ভিদ্যেত**—প্রভাবিত করতে না পারে; **অস্য**—তার; **ধীঃ**—বুদ্ধি; **যথা**—যাতে।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু তার অনুচরদের আদেশ দিয়েছিল—হে দৈত্যগণ, তোমরা এই বালককে গুরুকুলে এমনভাবে রক্ষা কর, যাতে ছদ্মবেশী বৈষ্ণবেরা আর তার বুদ্ধিকে প্রভাবিত করতে না পারে।

তাৎপর্য

আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে কখনও কখনও ভক্তদের কর্মীর পোশাক পরতে হয়, কারণ আসুরিক রাজ্যে সকলেই বৈষ্ণব-বিদ্বেষী। বর্তমান যুগের অসুরেরা এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনকে একটুও পছন্দ করে না। গৈরিক বসন পরিহিত, তিলক-মালাধারী বৈষ্ণবদের দেখা মাত্রই তারা উত্ত্যক্ত হয়। তারা হরেকৃষ্ণ বলে বৈষ্ণবদের উপহাস করে। কখনও কখনও কেউ কেউ অবশ্য নিষ্ঠা সহকারে হরেকৃষ্ণ কীর্তন করে। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র যেহেতু পরম, তাই উভয়ক্ষেত্রেই, পরিহাস করেই হোক অথবা নিষ্ঠা সহকারেই হোক, নাম কীর্তন করার ফলে তাদের লাভই হয়। অসুরেরা যখন হরেকৃষ্ণ কীর্তন করে, তখন বৈষ্ণবেরা প্রসন্ন হন, কারণ তার ফলে বোঝা যায় যে, হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের ভিত্তি সুদৃঢ় হচ্ছে। হিরণ্যকশিপুর মতো বড় বড় অসুরেরা বৈষ্ণবদের দণ্ড দেওয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে এবং

তাৎপর্য

ব্যাসদেবের মতো মহান্ ঋষিরা হচ্ছেন মুক্ত পুরুষ, এবং তাই তাঁরা অতীত এবং ভবিষ্যৎ স্পষ্টরূপে দর্শন করতে পারেন। তাই তিনি কলিযুগের দুর্দশাগ্রস্ত ভবিষ্যৎ দর্শন করতে পেরেছিলেন, এবং সেই জন্য এই অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের মানুষেরা যাতে পারমার্থিক জীবন লাভ করতে পারে, তার আয়োজন করেছিলেন। এই কলিযুগের মানুষেরা সাধারণত অত্যন্ত গভীরভাবে অনিত্য বিষয়ের প্রতি আসক্ত। অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকার ফলে তারা দুর্লভ মানব জীবনকে সার্থক করে পারমার্থিক জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হতে পারে না।

শ্লোক ১৭-১৮

ভৌতিকানাং চ ভাবানাং শক্তিহ্রাসং চ তৎকৃতম্।
অশ্রদ্দধানান্নিঃসত্ত্বান্দুর্মেধান্ হ্রসিতায়ুষঃ ॥ ১৭ ॥
দুর্ভগাংশ্চ জনান্ বীক্ষ্য মুনির্দিব্যেন চক্ষুষা।
সর্ববর্ণাশ্রমাণাং যদ্দধ্যৌ হিতমমোঘদৃক্ ॥ ১৮ ॥

ভৌতিকানাম্ চ—ভৌতিক বিষয়েরও; **ভাবানাম্**—কার্যকলাপ; **শক্তি-হ্রাসম্ চ**—স্বাভাবিক শক্তি হ্রাস হলেও; **তৎ-কৃতম্**—তার দ্বারা কৃত; **অশ্রদ্দধানান্**—অবিশ্বাসীদের; **নিঃসত্ত্বান্**—সত্ত্বগুণের অভাবে ধৈর্যহীন; **দুর্মেধান্**—দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন; **হ্রসিত**—হ্রাসপ্রাপ্ত; **আয়ুষঃ**—আয়ুর; **দুর্ভগান্ চ**—ভাগ্যহীনও; **জনান্**—জনসাধারণ; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **মুনিঃ**—মুনি; **দিব্যেন চক্ষুষা**—দিব্য দৃষ্টির দ্বারা; **সর্ব**—সমস্ত; **বর্ণাশ্রমাণাম্**—সমস্ত বর্ণ এবং আশ্রমের; **যৎ**—যা; **দধ্যৌ**—চিন্তা করেছিলেন; **হিতম্**—মঙ্গল; **অমোঘ-দৃক্**—যিনি সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানবান।

অনুবাদ

পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষি তাঁর দিব্য দৃষ্টির দ্বারা এই যুগের প্রভাবে জড় জগতের অধঃপতন দর্শন করলেন। তিনি দেখলেন যে, এই যুগের শ্রদ্ধাহীন জনসাধারণের আয়ু অত্যন্ত হ্রাস পাবে এবং সত্ত্বগুণের অভাবে তারা ধৈর্যহীন হয়ে পড়বে। তাই তিনি সমস্ত বর্ণ এবং আশ্রমের মানুষের কি ভাবে মঙ্গলসাধন করা যায় সেই চিন্তা করলেন।

তাৎপর্য

কালের অদৃশ্য শক্তি এতই প্রবল যে, তা সব কিছুই বিস্মৃতির অতলে বিলীন করে দেয়। চতুর্যুগের শেষ যুগ কলিতে কালের প্রভাবে জড় জগতের সব কিছুর শক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়। এই যুগে মানুষের শরীরের স্থিতি ভীষণভাবে হ্রাস পায়, এবং তার

স্মৃতিও অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে যায়। জাগতিক কার্যকলাপের তেমন অনুপ্রেরণা থাকে না। ভূমি অন্যান্য যুগের মতো খাদ্যশস্য উৎপাদন করে না। গাভীরা আর আগের মতো প্রচুর পরিমাণে দুধ দেয় না। ফল-মূল এবং শাক-সবজির উৎপাদন অনেক কমে যায়, এবং তার ফলে মানুষ এবং পশু আদি সমস্ত জীবেরই পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। জীবনধারণের উপযোগী এই সমস্ত বস্তুগুলির অভাব হওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবেই আয়ু হ্রাস পায়, স্মৃতি ক্ষীণ হয়, বুদ্ধি হ্রাস পায়, পরস্পরের প্রতি ব্যবহার মিথ্যা আচরণে পূর্ণ হয়ে ওঠে ইত্যাদি।

মহামুনি বেদব্যাস তাঁর দিব্যচক্ষুর দ্বারা তা দর্শন করেছিলেন। জ্যোতিষী যেমন মানুষের ভবিষ্যৎ দর্শন করতে পারেন, অথবা জ্যোতির্বিদ যেমন সূর্যগ্রহণ অথবা চন্দ্রগ্রহণের দিন-ক্ষণ ঘোষণা করতে পারেন, তেমনই শাস্ত্র-জ্ঞানের মাধ্যমে মুক্ত পুরুষেরা সমস্ত মানব সমাজের ভবিষ্যৎ দর্শন করতে পারতেন। তাঁদের পারমার্থিক জ্ঞানের প্রভাবে তাঁরা তা দর্শন করতে পারতেন।

এই সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষেরা, যাঁরা ছিলেন স্বাভাবিকভাবেই ভগবদ্ভক্ত, তাঁরা সর্বদাই জনসাধারণের মঙ্গল সাধনে উদ্‌গ্রীব থাকতেন। তাঁরাই হচ্ছেন জনসাধারণের যথার্থ বন্ধু। তথাকথিত সমস্ত জননেতা, যারা আদৌ জানে না যে,পাঁচ মিনিট পরে কি হবে, তারা জনগণের বন্ধু নয়। এই যুগে জনসাধারণ এবং তাদের তথাকথিত সমস্ত নেতৃবর্গ উভয়েই অত্যন্ত দুর্ভাগা, তারা পারমার্থিক জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাহীন এবং কলিযুগের প্রভাবে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন। তারা সর্বদাই বিভিন্ন রোগের দ্বারা আক্রান্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এই যুগে বহু মানুষ যক্ষ্মা, ক্যানসার আদি দুরারোগ্য রোগের দ্বারা আক্রান্ত, কিন্তু পূর্বে এগুলি ছিল না, কেন না কালের প্রভাব তখন এত মর্মান্তিক ছিল না। এই যুগের দুর্ভাগ্যগ্রস্ত মানুষেরা তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে অনিচ্ছুক, যাঁরা হচ্ছেন শ্রীল ব্যাসদেবের প্রতিনিধি এবং সমাজের সমস্ত বর্ণ ও আশ্রমের মানুষদের মঙ্গল সাধনের পরিকল্পনায় সর্বতোভাবে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। সব চাইতে বড় দাতা হচ্ছেন তিনি, যিনি ব্যাস, নারদ, মধ্ব, চৈতন্য, রূপ, সরস্বতী প্রমুখ ভাগবতগণের প্রতিনিধিরূপে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান প্রদাতা। এঁরা সকলেই হচ্ছেন এক এবং অভিন্ন। তাঁদের ব্যক্তিত্ব ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য এক এবং অভিন্ন, এবং তা হচ্ছে সমস্ত অধঃপতিত জীবকে উদ্ধার করে পরমেশ্বর ভগবানের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া।

শ্লোক ১৯

চাতুর্হোত্রং কর্ম শুদ্ধং প্রজানাং বীক্ষ্য বৈদিকম্ ।
ব্যদধাদ্‌যজ্ঞসন্ততৈ্য বেদমেকং চতুর্বিধম্ ॥ ১৯ ॥

চাতুঃ—চার; **হোত্রম্**—যজ্ঞাগ্নি; **কর্ম শুদ্ধম্**—কর্মের পবিত্রীকরণ; **প্রজানাম্**—জনসাধারণের; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **বৈদিকম্**—বৈদিক নির্দেশ অনুসারে; **ব্যদধাৎ**—করেছিলেন; **যজ্ঞ**—যজ্ঞ; **সন্ততৈ্য**—বিস্তার করার জন্য; **বেদম্-একম্**—এক বেদকে; **চতুঃ-বিধম্**—চারটি ভাগে।

অনুবাদ

তিনি দেখলেন যে, বেদে নির্দেশিত যজ্ঞ-অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের বৃত্তি অনুসারে তার কার্যকলাপকে পবিত্র করা। এই প্রক্রিয়াকে সরলীকৃত করার উদ্দেশ্যে তিনি এক বেদকে চার ভাগে ভাগ করেছিলেন, মানুষের মধ্যে তা বিস্তার করার জন্য।

তাৎপর্য

পূর্বে বেদ ছিল একটি এবং তার নাম ছিল যজুর্বেদ। তাতে চার রকমের যজ্ঞের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। তবে তা আরও সহজভাবে অনুষ্ঠান করার জন্য বেদকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল, যাতে চার বর্ণের মানুষেরা তাদের বৃত্তি অনুসারে পবিত্র হতে পারে। *ঋক্, যজু, সাম* এবং *অথর্ব*—এই চারটি বেদ ছাড়াও ছিল *পুরাণ, মহাভারত, সংহিতা* ইত্যাদি, যাদের বলা হত পঞ্চম বেদ। শ্রীল ব্যাসদেব এবং তাঁর শিষ্যরা সকলেই হচ্ছেন ঐতিহাসিক পুরুষ এবং তাঁরা ছিলেন কলিযুগের অধঃপতিত মানুষদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ এবং সহানুভূতিসম্পন্ন। *পুরাণ* এবং *মহাভারত* হচ্ছে ঐতিহাসিক তথ্যের বর্ণনা যা বেদের শিক্ষা বিশ্লেষণ করে। বেদের অঙ্গস্বরূপ যে *পুরাণ* এবং *মহাভারত* তাদের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া উচিত নয়। *ছান্দোগ্য উপনিষদে পুরাণ* এবং *মহাভারতকে* পঞ্চম বেদ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে শাস্ত্রের যথার্থ মূল্য নিরূপণ করার এটিই হচ্ছে পন্থা।

শ্লোক ২০

ঋগ্‌যজুঃসামাথর্বাখ্যা বেদাশ্চত্বার উদ্ধৃতাঃ।
ইতিহাসপুরাণং চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে ॥ ২০ ॥

ঋগ্-যজুঃ-সাম-অথর্ব-আখ্যা—ঋক্, যজু ,সাম, অথর্ব নামক চারটি বেদ; **বেদাঃ**—বেদসমূহ; **চত্বারঃ**—চার; **উদ্ধৃতাঃ**—বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল; **ইতিহাস**—ইতিহাস (মহাভারত); **পুরাণম্ চ**—এবং পুরাণসমূহ; **পঞ্চমঃ**—পঞ্চম; **বেদঃ**—জ্ঞানের আদি উৎস; **উচ্যতে**—বলা হয়।

অনুবাদ

জ্ঞানের আদি উৎস বেদকে চারটি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য এবং পুরাণে উল্লিখিত সত্য ঘটনার বর্ণনাগুলিকে পঞ্চম বেদ বলা হয়।

শ্লোক ২১

তত্রর্গ্বেদধরঃ পৈলঃ সামগো জৈমিনিঃ কবিঃ।
বৈশম্পায়ন এবৈকো নিষ্ণাতো যজুষামুত ॥ ২১ ॥

তত্র—তারপর ; **ঋক্-বেদ-ধরঃ**—ঋক্‌বেদের অধ্যাপক ; **পৈলঃ**—পৈল নামক ঋষি ; **সামগঃ**—সামবেদের অধ্যাপক ; **জৈমিনিঃ**—জৈমিনি নামক ঋষি ; **কবিঃ**— অত্যন্ত পারদর্শী ; **বৈশম্পায়ন**—বৈশম্পায়ন নামক ঋষি ; **এব**—কেবল ; **একঃ**— একাকী ; **নিষ্ণাতঃ**—বিশেষভাবে পারদর্শী ; **যজু-ষাম্**—যজুর্বেদের ; **উত**—মহিমান্বিত।

অনুবাদ

বেদকে চারটি ভাগে ভাগ করার পর, পৈল ঋষি হলেন ঋক্‌বেদের অধ্যাপক, জৈমিনি হলেন সামবেদের অধ্যাপক এবং বৈশম্পায়ন যজুর্বেদের দ্বারা মহিমান্বিত হলেন।

তাৎপর্য

বিভিন্ন বেদকে বিভিন্ন তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষদের হাতে অর্পণ করা হয়েছিল যথাযথভাবে তাদের বিস্তার করার জন্য।

শ্লোক ২২

অথর্বাঙ্গিরসামাসীৎসুমন্তুর্দারুণো মুনিঃ।
ইতিহাসপুরাণানাং পিতা মে রোমহর্ষণঃ ॥ ২২ ॥

অথর্ব—অথর্ব বেদ ; **অঙ্গিরসাম্**—অঙ্গিরা ঋষিকে ; **আসীৎ**—অর্পণ করা হয়েছিল ; **সুমন্তুঃ**—সুমন্তু মুনি নামে পরিচিত ; **দারুণঃ**—অথর্ব বেদের প্রতি ঐকান্তিকভাবে অনুরক্ত ; **মুনিঃ**—মুনি ; **ইতিহাস-পুরাণানাম্**—ঐতিহাসিক তথ্য এবং পুরাণসমূহের ; **পিতা**—পিতা ; **মে**—আমার ; **রোমহর্ষণ**—রোমহর্ষণ ঋষি।

অনুবাদ

সুমন্তু মুনি অঙ্গিরা, যিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে সেবাপরায়ণ ছিলেন, তাঁকে অথর্ব বেদ দান করা হয়েছিল, এবং আমার পিতা রোমহর্ষণ ঋষির হাতে পুরাণ এবং ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ অর্পণ করা হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রুতিমন্ত্রেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, অঙ্গিরা মুনি, যিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে অথর্ব বেদের কঠোর তত্ত্বগুলি অনুশীলন করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন অথর্ব বেদের অনুগামীদের নেতা।

শ্লোক ২৩

ত এত ঋষয়ো বেদং স্বং স্বং ব্যস্যন্ননেকধা।
শিষ্যৈঃ প্রশিষ্যৈস্তচ্ছিষ্যৈর্বেদাস্তে শাখিনোঽভবন্ ॥ ২৩ ॥

তে—তারা; **এতে**—এই সমস্ত; **ঋষয়ঃ**—তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতেরা; **বেদম্**—বিভিন্ন বেদকে; **স্বম্ স্বম্**—নিজের নিজের বিষয়ে; **ব্যস্যন্**—প্রদান করেছিলেন; **অনেকধা**—বহু; **শিষ্যৈঃ**—শিষ্যদের; **প্রশিষ্যৈঃ**—প্রশিষ্যদের; **তৎ-শিষ্যৈঃ**—প্রশিষ্যদের শিষ্যদের; **বেদাঃ তে**—সেই সমস্ত বেদের অনুগামীদের; **শাখিনঃ**—বিভিন্ন শাখা; **অভবন্**—এইভাবে হয়েছিল।

অনুবাদ

সেই সমস্ত তত্ত্বদ্রষ্টা ঋষিরা বিভিন্ন বেদকে তাঁদের শিষ্য, প্রশিষ্য এবং প্রশিষ্যের শিষ্যদের প্রদান করেছিলেন এবং এইভাবে গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় অনন্ত শাখায় বেদ-অনুশীলন শুরু হয়।

তাৎপর্য

জ্ঞানের আদি উৎস হচ্ছে বেদ। জাগতিক অথবা পারমার্থিক এমন কোন জ্ঞান নেই যা বেদ থেকে আসেনি। তারা কেবল বিভিন্ন শাখায় বিস্তারিত হয়েছে। আদিতে তা প্রদান করে গেছেন মহান্ তত্ত্বজ্ঞানী মুনিঋষিরা। অর্থাৎ, বৈদিক জ্ঞান বিভিন্ন পরম্পরায় বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে বিতরণ করা হয়েছে। তাই কেউই দাবি করতে পারে না যে, বেদের আনুগত্য ছাড়াই সে স্বাধীনভাবে জ্ঞান লাভ করতে পারে।

শ্লোক ২৪

ত এব বেদা দুর্মেধৈর্ধার্যন্তে পুরুষৈর্যথা।
এবং চকার ভগবান্ ব্যাসঃ কৃপণবৎসলঃ ॥ ২৪ ॥

তে—তা; **এব**—অবশ্যই; **বেদাঃ**—বেদ; **দুর্মেধৈঃ**—অল্প বুদ্ধিমান মানুষদের দ্বারা; **ধার্যন্তে**—উপলব্ধি করতে পারে; **পুরুষৈঃ**—মানুষের দ্বারা; **যথা**—যতখানি

সম্ভব ; **এবম্**—এইভাবে ; **চকার**—সম্পাদিত হয়েছে ; **ভগবান্**—শক্তিমান ; **ব্যাসঃ**—মহর্ষি বেদব্যাস ; **কৃপণ-বৎসলঃ**—অজ্ঞানীদের প্রতি অত্যন্ত কৃপালু।

অনুবাদ

এইভাবে অজ্ঞানীদের প্রতি অত্যন্ত কৃপালু মহর্ষি বেদব্যাস বেদ সংকলন করেন, যাতে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

তাৎপর্য

বেদ একটিই, এবং এখানে তার বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হওয়ার কারণ বর্ণিত হয়েছে। সমস্ত জ্ঞানের বীজ বা বেদ, সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য নয়। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কারোর বেদ পাঠ করার চেষ্টা করা উচিত নয়। বিভিন্নভাবে এই নির্দেশটির ভুল অর্থ করা হয়েছে। এক শ্রেণীর মানুষ যারা কেবল ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করার ফলে নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে জাহির করতে চায়, তারা দাবি করে যে,বেদ কেবল জাত-ব্রাহ্মণদেরই সম্পত্তি। আরেক শ্রেণীর লোক এই নির্দেশটিকে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেনি যে সমস্ত মানুষ,তাদের প্রতি অন্যায় অবিচার বলে মনে করে। কিন্তু তারা উভয়েই ভ্রান্ত। বেদ হচ্ছে এমনই একটি বিষয়,যা ব্রহ্মাকে পর্যন্ত ভগবানের কাছ থেকে বুঝতে হয়েছিল ; তাই এই জ্ঞান তাঁরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, যাঁরা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত। রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত মানুষেরা কখনই বেদের তত্ত্ব বুঝতে পারে না। বৈদিক জ্ঞানের চরম লক্ষ্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত মানুষেরা কখনই বেদের তত্ত্ব বুঝতে পারে না। বৈদিক জ্ঞানের চরম লক্ষ্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত মানুষেরা সাধারণত তাঁকে জানতে পারে না। সত্য যুগে সকলেই সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত ছিল। ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগে সত্ত্বগুণ ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে এবং সাধারণ মানুষ কলুষিত হয়ে পড়ে। বর্তমান কলিযুগে সত্ত্বগুণ প্রায় নেই বললেই চলে, তাই সাধারণ মানুষের জন্য অত্যন্ত কৃপাময় মহর্ষি বেদব্যাস বেদকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেন যাতে রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা তা অনুসরণ করতে পারে। পরবর্তী শ্লোকে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ২৫

স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা ।
কর্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ ।
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্ ॥ ২৫ ॥

স্ত্রী—স্ত্রী জাতি; **শূদ্র**—শ্রমিক শ্রেণী; **দ্বিজ-বন্ধূনাম্**—দ্বিজোচিত গুণাবলীবিহীন দ্বিজকুলোদ্ভূত মানুষদের; **ত্রয়ী**—তিন; **ন**—না; **শ্রুতি-গোচরা**—বোধগম্য; **কর্ম**—কার্যকলাপে; **শ্রেয়সি**—কল্যাণ সাধনে; **মূঢ়ানাম্**—মূর্খদের; **শ্রেয়ঃ**—পরম কল্যাণ; **এবম্**—এইভাবে; **ভবেৎ**—প্রাপ্ত হয়; **ইহ**—এটির দ্বারা; **ইতি**—এইভাবে বিবেচনা করে; **ভারতম্**—মহাভারত; **আখ্যানম্**—ঐতিহাসিক তথ্য; **কৃপয়াঃ**—কৃপাপূর্বক; **মুনিনা**—মুনির দ্বারা; **কৃতম্**—রচিত হয়েছিল।

অনুবাদ

স্ত্রী, শূদ্র এবং দ্বিজোচিত গুণাবলীবিহীন ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত মানুষদের বেদের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা নেই, তাই তাদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারত নামক ইতিহাস রচনা করলেন, যাতে তারা তাদের জীবনের পরম উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পারে।

তাৎপর্য

যে সমস্ত মানুষ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে, অথচ যাদের মধ্যে তাদের পূর্বপুরুষদের সদ্‌গুণগুলি প্রকাশিত হয়নি, তাদের বলা হয় দ্বিজবন্ধু। যথাযথ সংস্কার না থাকায় তাদের দ্বিজ বলে স্বীকার করা হয় না। বৈদিক সমাজে সংস্কারগুলি জন্মের পূর্ব থেকেই অনুষ্ঠান হয়। মাতৃগর্ভে বীজ রোপণ করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় গর্ভাধান সংস্কার। এই গর্ভাধান সংস্কার বা পারমার্থিক পরিবার-পরিকল্পনা ব্যতীত যার জন্ম হয়েছে, তাকে যথার্থ দ্বিজ-পরিবারভুক্ত বলে গণনা করা হত না। গর্ভাধান সংস্কারের পর অন্য আরও সংস্কার রয়েছে যার একটি হচ্ছে উপনয়ন সংস্কার। এটি অনুষ্ঠিত হয় দীক্ষা গ্রহণের সময়। এই বিশেষ সংস্কারটির পর তাকে 'দ্বিজ' বলা হয়। প্রথম জন্ম হয় গর্ভাধান সংস্কারের সময়, এবং দ্বিতীয় বার জন্মটি হয় সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণের সময়। যাঁরা এই মহান্ সংস্কারগুলির দ্বারা যথাযথভাবে সংস্কৃত হয়েছেন, তাঁদেরই প্রকৃতপক্ষে দ্বিজ বলা হয়।

পিতামাতা যদি গর্ভাধান সংস্কাররূপ পারমার্থিক পরিবার-পরিকল্পনা না করে কেবল কামার্ত হয়ে সন্তান উৎপাদন করে, তা হলে তাদের সন্তানদের বলা হয় দ্বিজবন্ধু। এই দ্বিজবন্ধুরা যথাযথ সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত দ্বিজ পরিবারের সন্তানদের মতো ততটা বুদ্ধিমান হয় না। দ্বিজবন্ধুদের সাধারণত বুদ্ধিসম্পন্ন স্ত্রী এবং শূদ্রদের সমকক্ষ বলে বিবেচনা করা হয়। শূদ্র এবং স্ত্রীদের বিবাহ সংস্কার ব্যতীত অন্য কোনও সংস্কার অনুষ্ঠান করতে হয় না।

অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা, অর্থাৎ স্ত্রী, শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধুদের বেদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা নেই। তাদের জন্য *মহাভারত* রচনা করা হয়েছিল। *মহাভারতের*

উদ্দেশ্য হচ্ছে বেদের তাৎপর্য বুঝিয়ে দেওয়া এবং তাই এই *মহাভারতে* বেদের সারস্বরূপ *ভগবদ্গীতা* গ্রথিত হয়েছে। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা দর্শনের থেকে গল্প শুনতে বেশি ভালবাসে, এবং তাই শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতারূপে বৈদিক দর্শন দান করে গেছেন। ব্যাসদেব এবং শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই পারমার্থিক স্তরে রয়েছেন, এবং তাই এই যুগের অধঃপতিত জীবদের কল্যাণ সাধনের জন্য উভয়েই সচেষ্ট হয়েছেন। *ভগবদ্গীতা* হচ্ছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারাতিসার। এটি হচ্ছে পারমার্থিক জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ উপনিষদ। পারমার্থিক স্তরে যাঁরা স্নাতক তাঁদের জন্য বেদান্ত দর্শন। পারমার্থিক দিক দিয়ে যাঁরা স্নাতকোত্তর স্তরে রয়েছেন, তাঁরাই কেবল পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবার জগতে প্রবেশ করতে পারেন। এটি একটি মহান্ বিজ্ঞান, এবং তার মহান্ আচার্য হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। আর যাঁরা তাঁর শক্তিতে আবিষ্ট হয়েছেন, তাঁরা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় অন্যদের দীক্ষিত করতে পারেন।

শ্লোক ২৬

এবং প্রবৃত্তস্য সদা ভূতানাং শ্রেয়সি দ্বিজাঃ।
সর্বাত্মকেনাপি যদা নাতুষ্যদ্ধৃদয়ং ততঃ ॥ ২৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **প্রবৃত্তস্য**—যুক্ত; **সদা**—নিরন্তর; **ভূতানাম্**—জীবদের; **শ্রেয়সি**—পরম মঙ্গল সাধনের; **দ্বিজাঃ**—হে দ্বিজগণ; **সর্বাত্মকেন অপি**—সর্বতোভাবে; **যদা**—যখন; **ন**—না; **অতুষ্যৎ**—সন্তুষ্ট হওয়া; **হৃদয়ম্**—চিত্ত; **ততঃ**—তখন।

অনুবাদ

হে দ্বিজগণ, যদিও তিনি সমস্ত মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট হয়েছিলেন, তবুও তাঁর চিত্ত সন্তুষ্ট ছিল না।

তাৎপর্য

যদিও তিনি জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধনের জন্য তাদের উপযোগী করে বৈদিক শাস্ত্র সংকলন করেছিলেন, তবুও শ্রীল ব্যাসদেব চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করেছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে,এত কিছু করার পর তিনি নিশ্চয়ই অন্তরে প্রসন্নতা অনুভব করবেন, কিন্তু চরমে তিনি প্রসন্ন হতে পারেননি।

শ্লোক ২৭

নাতিপ্রসীদদ্ধৃদয়ঃ সরস্বত্যাস্তটে শুচৌ।
বিতর্কয়ন্ বিবিক্তস্থ ইদং চোবাচ ধর্মবিৎ ॥ ২৭ ॥

ন—না; **অতিপ্রসীদৎ**—অত্যন্ত প্রসন্ন; **হৃদয়ঃ**—হৃদয়ে; **সরস্বত্যাঃ**—সরস্বতী নদীর; **তটে**—তটে; **শুচৌ**—পবিত্র হয়ে; **বিতর্কয়ন্**—বিবেচনা করেছিলেন; **বিবিক্ত-স্থঃ**—নির্জন স্থানে স্থিত; **ইদম্ চ**—এটিও; **উবাচ**—বলেছিলেন; **ধর্ম-বিৎ**—ধর্মতত্ত্ববেত্তা।

অনুবাদ

হৃদয়ে অপ্রসন্ন হয়ে মহর্ষি তৎক্ষণাৎ গভীরভাবে বিচার করতে শুরু করলেন। তিনি ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, তাই তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন।

তাৎপর্য

মহর্ষি তাঁর অসন্তোষের কারণ তাঁর হৃদয়ে অনুসন্ধান করতে শুরু করলেন। হৃদয় যতক্ষণ না প্রসন্ন হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণতা লাভ করা যায় না। হৃদয়ের এই প্রসন্নতা অনুসন্ধান করতে হয় জড়া প্রকৃতির ঊর্ধ্বে।

শ্লোক ২৮-২৯

ধৃতব্রতেন হি ময়া ছন্দাংসি গুরবোঽগ্নয়ঃ।
মানিতা নির্ব্যলীকেন গৃহীতং চানুশাসনম্ ॥ ২৮ ॥
ভারতব্যপদেশেন হ্যাম্নায়ার্থশ্চ প্রদর্শিতঃ।
দৃশ্যতে যত্র ধর্মাদি স্ত্রীশূদ্রাদিভিরপ্যুত ॥ ২৯ ॥

ধৃত-ব্রতেন—কঠোর ব্রত অবলম্বন করে; **হি**—অবশ্যই; **ময়া**—আমার দ্বারা; **ছন্দাংসি**—বৈদিক স্তব; **গুরবঃ**—গুরুদেবগণ; **অগ্নয়ঃ**—যজ্ঞাগ্নি; **মানিতাঃ**—যথাযথভাবে পূজিত হয়ে; **নির্ব্যলীকেন**—নিষ্কপট; **গৃহীতম্ চ**—স্বীকার করে; **অনুশাসনম্**—পরম্পরাগত নিয়ম; **ভারত**—মহাভারত; **ব্যপদেশেন**—সংকলন করে; **হি**—অবশ্যই; **আম্নায়-অর্থঃ**—গুরু-শিষ্য পরম্পরায় লব্ধ জ্ঞান; **চ**—এবং; **প্রদর্শিতঃ**—যথাযথভাবে বিশ্লেষিত; **দৃশ্যতে**—দৃষ্টিগোচর হয়; **যত্র**—যেখানে; **ধর্ম-আদিঃ**—ধর্মের পথ; **স্ত্রী-শূদ্র-আদিভিঃ অপি**—স্ত্রী-শূদ্র প্রভৃতিরাও; **উত**— বলা হয়েছে।

অনুবাদ

কঠোর ব্রত অবলম্বন করে নিষ্কপটভাবে আমি বেদ, গুরুবর্গ এবং যজ্ঞাগ্নির পূজা করেছি। আমি তাঁদের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেছি এবং গুরুপরম্পরাক্রমে লব্ধ জ্ঞান মহাভারতের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছি, যাতে স্ত্রী, শূদ্র এবং অন্য সকলে (দ্বিজবন্ধুরা) ধর্মের পথ অবলম্বন করতে পারে।

তাৎপর্য

কঠোর ব্রত অবলম্বন এবং গুরুদেবের নির্দেশ অনুসরণ করা ব্যতীত কেউই বৈদিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। জ্ঞানলাভেচ্ছু শিক্ষার্থীকে অবশ্যই বেদ, গুরুবর্গ এবং যজ্ঞাগ্নির পূজা করতে হয়। বৈদিক জ্ঞানের সমস্ত নিগূঢ় রহস্য *মহাভারতে* সুসংবদ্ধভাবে প্রদান করা হয়েছে, যাতে স্ত্রী, শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধুরাও তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। এই যুগে মূল বেদের থেকেও *মহাভারতের* উপযোগিতা অধিক।

শ্লোক ৩০

তথাপি বত মে দৈহ্যো হ্যাত্মা চৈবাত্মনা বিভুঃ।
অসম্পন্ন ইবাভাতি ব্রহ্মবর্চস্যসত্তমঃ ॥ ৩০ ॥

তথাপি—তবুও; **বত**—ত্রুটি; **মে**—আমার; **দৈহ্যঃ**—দেহস্থ; **হি**—অবশ্যই; **আত্মা**—জীব; **চ**—এবং; **এব**—যদিও; **আত্মনা**—আমি স্বয়ং; **বিভুঃ**—পর্যাপ্ত; **অসম্পন্নঃ**—অপূর্ণ; **ইব-আভাতি**—মনে হয়; **ব্রহ্ম-বর্চস্য**—বৈদান্তিকদের; **সত্তমঃ**—সর্বোচ্চ।

অনুবাদ

যদিও আমি বৈদিক দর্শনের অভিপ্রেত সমস্ত যোগ্যতা অর্জন করেছি, তথাপি আমার হৃদয়ে আমি অপূর্ণতা অনুভব করছি।

তাৎপর্য

নিঃসন্দেহে শ্রীল ব্যাসদেব সমস্ত বৈদিক যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। বেদের কর্মকাণ্ডের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করার ফলে বিষয়াসক্ত মানুষ কলুষমুক্ত হয়, কিন্তু বেদের চরম উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে তা নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না তা লাভ হচ্ছে, জীব সমস্ত যোগ্যতাসম্পন্ন হলেও পারমার্থিক স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারে না। শ্রীল ব্যাসদেব যেন সেই সূত্র বিস্মৃত হয়েছেন এবং তাই অসন্তোষ অনুভব করছেন।

শ্লোক ৩১

কিং বা ভাগবতা ধর্মা ন প্রায়েণ নিরূপিতাঃ।
প্রিয়াঃ পরমহংসানাং ত এব হ্যচ্যুতপ্রিয়াঃ ॥ ৩১ ॥

কিম্ বা—অথবা; **ভাগবতাঃ ধর্মাঃ**—ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ কার্যকলাপ; **ন**—না; **প্রায়েণ**—প্রায়; **নিরূপিতাঃ**—নির্দেশিত; **প্রিয়াঃ**—প্রিয়; **পরমহংসানাম্**—পরমহংসদের; **তে এব**—তাও; **হি**—অবশ্যই; **অচ্যুত**—অচ্যুত; **প্রিয়াঃ**—আকর্ষণীয়।

অনুবাদ

আমি যে বিশেষভাবে ভগবদ্ভক্তি বর্ণনা করিনি, যা পরমহংসদের এবং অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, তাই হয়ত আমার এই অসন্তোষের কারণ।

তাৎপর্য

শ্রীল ব্যাসদেব যে তাঁর হৃদয়ে অসন্তোষ অনুভব করেছিলেন তা এখানে তাঁর নিজের ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। এটি ভগবানের সেবায় যুক্ত জীবের স্বাভাবিক অনুভূতি। জীব যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবানের সেবারূপী তার স্বাভাবিক বৃত্তিতে যুক্ত না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হতে পারে না এবং ভগবানেরও প্রীতিসাধন করতে পারে না। ব্যাসদেব তাঁর এই ত্রুটি অনুভব করতে পেরেছিলেন যখন তাঁর গুরুদেব শ্রীনারদ মুনি তাঁর কাছে আসেন। পরবর্তী শ্লোকে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩২

তস্যৈবং খিলমাত্মানং মন্যমানস্য খিদ্যতঃ।
কৃষ্ণস্য নারদোঽভ্যাগাদাশ্রমং প্রাগুদাহৃতম্ ॥ ৩২ ॥

তস্য—তাঁর; **এবম্**—এইভাবে; **খিলম্**—অধম; **আত্মানম্**—আত্মা; **মন্য-মানস্য**—মনে মনে চিন্তা করে; **খিদ্যতঃ**—অনুশোচনা করে; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের; **নারদঃ অভ্যাগাৎ**—নারদ মুনি সেখানে এসেছিলেন; **আশ্রমম্**—আশ্রম; **প্রাক্**—পূর্বে; **উদাহৃতম্**—বর্ণিত হয়েছে।

অনুবাদ

পূর্বে যেমন বর্ণিত হয়েছে, ব্যাসদেব যখন তাঁর অসন্তোষের জন্য অনুশোচনা করছিলেন তখন নারদ মুনি সরস্বতী নদীর তীরে তাঁর আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন।

তাৎপর্য

ব্যাসদেব যে শূন্যতা অনুভব করছিলেন তা তাঁর জ্ঞানাভাবজনিত ছিল না। ভাগবত ধর্ম হচ্ছে সর্বতোভাবে ভগবানের প্রেমময়ী সেবা, যাতে নির্বিশেষবাদীদের কোনও অধিকার নেই। নির্বিশেষবাদীদের পরমহংসদের (সন্ন্যাস আশ্রমের সর্বোচ্চ স্তর) মধ্যে গণনা করা হয় না। *শ্রীমদ্ভাগবত* পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য লীলাবিলাসের বর্ণনায় পূর্ণ। ব্যাসদেব যদিও ছিলেন ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার, তবুও তিনি তাঁর হৃদয়ে অতৃপ্তি অনুভব করেছিলেন, কেন না তাঁর কোন রচনায় তিনি পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য লীলাবিলাসের কাহিনী যথাযথভাবে বর্ণনা করেননি। সেই অনুপ্রেরণা শ্রীকৃষ্ণ সরাসরিভাবে ব্যাসদেবের হৃদয়ে সঞ্চার করেছিলেন। এখানে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবা ব্যতীত সব কিছুই শূন্য; কিন্তু অপ্রাকৃত

ভগবদ্ভক্তিতে সকাম কর্ম অথবা জ্ঞানের পৃথক প্রয়াস ব্যতীত সব কিছুই পূর্ণ হয়ে ওঠে।

শ্লোক ৩৩

তমভিজ্ঞায় সহসা প্রত্যুত্থায়াগতং মুনিঃ।
পূজয়ামাস বিধিবন্নারদং সুরপূজিতম্ ॥ ৩৩ ॥

তম্ অভিজ্ঞায়—তাঁর (নারদ মুনির) শুভাগমন দর্শন করেন; **সহসা**—সহসা; **প্রত্যুত্থায়**—উঠে দাঁড়িয়ে; **আগতম্**—এসে পৌঁছলেন; **মুনিঃ**—ব্যাসদেব; **পূজয়ামাস**—পূজা; **বিধিবৎ**—বিধি বা ব্রহ্মার প্রতি যেভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় সেই ভাবে; **নারদম্**—নারদ মুনিকে; **সুর-পূজিতম্**—দেবতাদের দ্বারা পূজিত।

অনুবাদ

শ্রীনারদ মুনির শুভাগমনে শ্রীল ব্যাসদেব শ্রদ্ধা সহকারে উঠে দাঁড়িয়ে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে যেভাবে সম্মান প্রদর্শন করা হয়, সেইভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন।

তাৎপর্য

বিধি মানে হচ্ছে ব্রহ্মা, এই জগতের সৃষ্ট জীব। তিনি হচ্ছেন বৈদিক জ্ঞানের প্রথম বিদ্যার্থী এবং অধ্যাপক। তিনি বৈদিক জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন এবং সর্বপ্রথমে নারদ মুনিকে তা দান করেছিলেন। তাই নারদ মুনি হচ্ছেন গুরু-পরম্পরার ধারায় দ্বিতীয় আচার্য। তিনি সমস্ত বিধির (নিয়মের) পিতা ব্রহ্মার প্রতিনিধি, তাই তাঁকেও ঠিক ব্রহ্মার মতো শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়। তেমনই, এই পরম্পরার ধারায় অন্য সমস্ত আচার্যদেরও আদি গুরুর মতোই সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

ইতি—"শ্রীনারদ মুনির আবির্ভাব" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।